একক 1 ❑ ছিন্নপত্র

গঠন

1.1 প্রস্তাবনা

1.2 পাঠ ও আলোচনা

1.2.1 ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী

1.2.2 ছিন্নপত্র ঃ প্রকৃতিপ্রীতি ও মর্ত্যপ্রীতি

1.2.3 ছিন্নপত্র ঃ মূল্যায়ণ ঃ পত্র সাহিত্য ও কবিজীবনের রসভাষ্য

1.2.4 ছিন্নপত্র ঃ রবীন্দ্রসৃষ্টির অঙ্কুর

1.2.5 ছিন্নপত্র ঃ সৌন্দর্য চেতনা

1.2.6 অনুশীলনী

1.2.7 গ্রন্থপ্রাজ্ঞ

1.1 ঃ প্রস্তাবনা

গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের অসামান্য গ্রন্থ-ছিন্নপত্র। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে পকাশিত ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথের এক অনুপম সৃষ্টি। কবির জীবনদর্শন, ব্যক্তি(স্বরূপের পরিচয় এই পত্রাবলীতে প্রকাশিত। রবীন্দ্রজীবনের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ অধ্যায় ছিন্নপত্রের যুগে শিলাইদহে পদ্মার বুকে গড়ে উঠেছিল। নিসর্গ প্রকৃতির পটভূমিকায় মানুষের জীবনে হাসিকান্নার কলতান কবি জীবনের সেই বৃহৎ অধ্যায়ের ভূমিকা ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের এই চিঠিগুলি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত। (প্রথম আটখানি চিঠি বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা হয়েছিল) ছিন্নপত্রে সংকলিত ১৪৫টি পত্রের সম্পূর্ণ পাঠসহ অতিরিক্ত(১০৭ খানি পত্রের একত্র সংকলন 'ছিন্নপত্রাবলী' ১৯৬০ খ্রিঃ প্রকাশিত।

1.2.1 ঃ ছিন্নপত্র ও ছিন্নপত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন সেগুলির বহু অংশ বর্জন করে, প্রয়োজনমত ভাষা ও ভাবগত সংস্কার করে সাধারণের উপযোগী কিছুটা সাহিত্যিক আকার দেওয়া হয়। ছিন্নপত্রাবলী সংকলনের সং(প্ত ইতিহাস এটাই।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৯ বঙ্গাব্দে) এটি প্রকাশিত হয়। প্রথম আটটি চিটি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত. বাকী সব কটিই ইন্দিরা দেবীকে লেখা। ছিন্নপত্রের ১৪৫টি পত্রের সম্পূর্ণ পাঠসহ অতিরিক্ত(১০৭ খানি পত্রের (ইন্দিরা দেবীকে লেখা) একত্র সংকলন 'ছিন্নপত্রাবলী। প্রকাশ কাল ১৯৬০ (বি(ভারতী)। রবীন্দ্রনাথের

লেখা এই চিঠিগুলি ব্যক্তি(গত পত্রের সীমানা ছাড়িয়ে এক বিশেষ সার্বজনীনতায় পৌঁছে বাংলা পত্র সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ও ঐ(র্য্যময় করেছে। ব্যক্তি(গত চিঠিপত্র সাহিত্য হয়ে ওঠার পিছনে পত্র লেখকের বিশিষ্ট মানসিকতার প্রমাণ থেকে যায়। রবীন্দ্রমানসলোক ও অন্তর্জীবনের অসামান্য রসভাষ্য এই পত্রগুচ্ছ। উপলব্ধির গভীরতায় ও আন্তরিকতায় ছিন্নপত্রাবলী সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে দুর্লভ।

পত্রাবলীর আলোচনার গভীরে যাবার আগে চিঠি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্ত(ব্য আমাদের আলোচনাকে পূর্ণতা দানে সহায়ক হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

''যারা ভালো চিঠি লেখে তারা স্বপ্নে জানালার
ধারে বসে আলাপ করে যায়। তার কোনো
ভার নেই, বেগও নেই স্রোত আছে।''

একেই তিনি বলেছেন 'ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস'। সুতরাং চিঠি হল লেখকের আত্মকথন যার অপর দিকে একজন উন্মুখ শ্রোতার উৎসুক শ্রবণ অপে(িত থাকে।

ব্যক্তি(গত প্রয়োজনের তাগিদেই চিঠি লেখার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রয়োজনের উদ্দেশ্য ছাপিয়ে যখন পারস্পরিক অনুভবের সেতুবন্ধ রচনা করে চিঠি তখনই তা পত্রসাহিত্য হয়ে ওঠে। সাহিত্য পড়ার জন্য পত্র রচিত হয় না, রচিত পত্র রচয়িতার অজ্ঞাতে সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। মনের আয়নাতে নিজেকে ও অপরকে দেখতে পাওয়াই চিঠি। কিন্তু সেই দেখা যখন ব্যক্তি(র সীমা ছাড়িয়ে অনুভব গভীরতায় সর্বজনের ব্যক্তি(র সীমানা অতিত্র(ম করে সর্বজনের সাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। জাভাযাত্রীর পর, পারস্যে, জাপানে, রাশিয়ার চিঠি, পথে ও পথের প্রান্তে, ছিন্নপত্র সবই বিশিষ্ট একজনকে লেখা হলেও নির্বিশেষ সাহিত্যরূপে মর্যাদা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

''যেমন অমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি। ঘটনার
ডাকপিয়নগিরি করে না সে, নিজেরই সংবাদ সে নিজে''।

আমরা বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথের চিঠি শুধুমাত্র ঘটনার ঘনঘটার তথ্য ভারাত্র(ান্ত নয়, অন্য এক স্বাদু রস তার মধ্যে মিশে থাকে, ঠিক যেমন আত্মচরিত রচনা কালে প্রাত্যহিক ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা করে জীবনের সত্যরূপে ও অনুভবকে তিনি তুলে ধরেন।

ছিন্নপত্রাবলী রবীন্দ্রমানসের গভীর জীবনবোধ ও জীবনরসে সমুজ্জ্বল। একটি চিঠিতে ইন্দিরাদেবীকে লিখেছেন—

''তোকে আমি যেসব চিঠি লিখেছি, তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত(হয়েছে এমন আমার আর কোন লেখায় হয়নি।''

—এই স্বীকারোক্তি(র মধ্যে নিহিত আছে ছিন্নপত্রাবলীর দ্বিতীয়রহিত অনন্যতা। এর বিভিন্ন চিঠির মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ, সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ, মর্ত্যপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিরসিক রবীন্দ্রনাথ, অধ্যত্মিক রবীন্দ্রনাথ ও জীবনরসিক রবীন্দ্রনাথের নানা পরিচয় বিচ্ছুরিত। জমিদার রবীন্দ্রনাথ, পাঠক রবীন্দ্রনাথকেও এখানে আবিষ্কার করা যায়। সেই সঙ্গে ঘরোয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ ছবি

সামগ্রিক সত্তায় প্রকাশিত। এই পত্রাবলী রচনাকালে কবি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে পদ্মার উপর বোটে করে। তাঁর নিজের ভাষায়—

''পথ চলা মানে সেই সকল গ্রাম দৃশ্যের নানা নতন পরিচয় (ণে (ণে চমক লাগাচ্চিল, তখনই তখনই তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে।''

মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সেই মানচিত্র চিঠির ভাষায় রূপচিত্র হ'য়ে ধরা পড়েছে। এই চিঠিগুলির মধ্যে নানাভাবে অভিব্যক্ত(রবীন্দ্রমানসের যে পূর্ণ মূর্তি প্রকাশিত তেমন আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাই ছিন্নপত্রাবলীকে রবীন্দ্রভাবনার অনুবি(ৃ বলতে পারি।

এর একেকটি চিঠিতে কবি মনের এক একটি দিক ধরা পড়েছে। ১৬০ সংখ্যক পত্রে চিঠি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এখানেই তিনি লিখেছেন যে কোনও লেখকের সবচেয়ে ভালো লেখা যদি তার চিঠিতেই দেখা দেয় তাহলে বুঝতে হ'বে যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে, তারও আছে চিঠি লেখাবার আশ্চর্য (মতা। এজন্যই তাঁর মনে হয় যে শোনে এবং যে বলে এই দু'জনের সহমর্মিতায় শ্রেষ্ঠ চিঠি রচিত হ'তে পারে।

ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথের নির্যাস বলতে পারি। এর অনন্যতা আমাদের কাছে তখনই ধরা পড়ে যায় যখন তিনি জানান যে তাঁর ইচ্ছা করে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এই চিঠিগুলি নিরালায় পড়ে জীবনের বহু বিগত মুহূর্তের স্মৃতির মধ্যে ডুব দিত। এ বিষয়েই ২০ সংখ্যক চিঠিতে জানিয়েছেন—

''আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।''

স্বয়ং লেখকের কাছ থেকে এমন অভিজ্ঞানপত্র নিঃসন্দেহে ছিন্নপত্রাবলীর মর্যাদাকে কালাতীত গৌরব দান করেছে। এর বিভিন্ন চিঠিতে নানা রবীন্দ্রনাথকে আমরা খুঁজে পাই। কখনো ঘরোয় টুকরো ছবি, কখনো বা হৃদয়ের একান্ত অনুভব, আবার কখনো সৌন্দর্য তত্ত্বের অনন্ত রসরূপ, কখনো বা ধর্মের মূল ভিত্তি নিয়ে অলোচনা করা হয়েছে। একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন প্রেম হ'চ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। এই বোধ রবীন্দ্রনাথের নানা কাব্যে, প্রবন্ধে বহুবার ধরা পড়েছে। আবার সৌন্দর্যের গভীর তত্ত্ব স্বরূপ নিয়ে আরেকটি চিঠিতে তার ব্যখ্যা করেছেন। সৌন্দর্যের ভিতরকার অনন্য গভীর আধ্যাত্মিক কথা প্রসঙ্গে এসেছে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল', শেলীর কবিতার অংশ এবং কীটসের কবিতার উল্লেখ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্য(দেবতা'। সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে এমন কথা সাহিত্যতত্ত্বে তিনি আলোচনা করেছেন। কিন্তু ব্যক্তি(গত চিঠির মধ্যে সৌন্দর্যতত্ত্বের এমন আলোচনা সম্ববত আর কেউ করেন নি। ১২০ নং চিঠিতে দুঃখের স্বরূপ নিয়ে গভীর কথা বলেছেন, বলেছেন গভীরতম দুঃখে হৃদয়ে বিদীর্ণ, ব্যথার ভিতর থেকে একটা সান্তনার উৎস জন্মায়। ছোট দুঃখের কাছে আমরা কাপু(ষ, কিন্তু বড় দুঃখ আমাদের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে দেয়। এই গভীর জীবন অনুভবের পাশাপাশি অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিচয়ের যে ছবি ছিন্নপত্রে আঁকা আছে তার মূল্যও কম নয়। ৪৬ সংখ্যক চিঠিতে তাঁর তিন পুত্রকন্যা খোকা, বেলি ও রানু-র (রথীন্দ্রনাথ, মাধুরীলতা ও রেণুকা) শিশুসুলভ চাপল্যের যে আনন্দ ছবি আঁকা আছে তা পিতা রবীন্দ্রনাথের স্নেহবৎসল হৃদয়ের অপূর্ব প্রকাশ। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরার একেবারে শিশুবেলার যে মধুর ছবি ছিন্নপত্রে আঁকা আছে, অন্য কোথাও তেমন নিবিড়ভাবে তা ধরে পড়েনি।

সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা যে অঙ্কুরিত অবস্থায় ছিন্নপত্রাবলীতে প্রচ্ছন্ন তা পাঠক মাত্রেই জানেন। ছিন্নপত্রের যুগে লেখা অসামান্য ছোটগল্প, 'সোনারতরীর' অনবদ্য কবিতা চিঠিগুলির পাতায় আভাসে ধরা আছে। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

''আমার এ সাজাদপুরের দুপুরবেলা গল্পের দুপুরবেলা''।

আবার ছিন্নপত্রের একটি চিঠির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে বহুখ্যাত কবিতা 'যেতে নাহি দিব' এবং 'বসুন্ধরা'র বীজ। 'চিত্রা' কাব্যের সৌন্দর্যচেতনা বিকশিত 'পূর্ণিমা' কবিতাটির উৎস মনে হয় ছিন্নপত্রাবলীর ২৫০ সংখ্যক চিঠি। অনেক রাত্রিতে পাঠশ্রান্ত কবি শুতে যাবার আগে বাতি নিভিয়ে দেওয়া মাত্র দেখলেন চারিদিকে খোলা জানালা দিয়ে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠলো। গ্রন্থের মধ্যে সে সুধা তিনি খুঁজেছিলেন বাইরের সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে সেই সুধার প-াবন পরিপূর্ণ হচ্ছিল জ্যোৎস্নালোকে। অন্ধকারের অন্তর থেকে উৎসারিত এই সৌন্দর্য তাঁর অনুভবকে আচ্চন্ন করেছে, প্রেরণা দিয়েছে সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ক অনন্য কবিতা রচনায়। ছিন্নপত্রের চিঠির মধ্যে যেন সেই জ্যোৎস্নালোকের অনুভূতি ও মহিমা ধরা পড়েছে। কবি মনের সমস্ত বিচিত্রভাব এই চিঠিগুলিতে যেমনভাবে ব্যক্ত(হয়েছে আর কোথাও সামগ্রিকভাবে তা হয়নি।

এই পত্রাবলীতে পাঠক রবীন্দ্রনাথ এক অন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এখানেই কালিদাসের প্রতি তাঁর অসামান্য অনুরাগ প্রকাশিত। বিভিন্ন চিঠিপত্রে বিভিন্ন সময়ে মেঘদূতের প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কালিদাস মুগ্ধতা ছিন্নপত্রে সূত্রাকারে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া নানা বিদেশী গ্রন্থের উল্লেখ রবীন্দ্র-অধ্যয়নের বিশাল (েত্রকে ছিন্নপত্রে তুলে ধরেছে। তাঁর মনের কাছাকাছি একটি বই-এর একাধিকবার উল্লেখ আমরা ল(্য করেছি। বইটির নাম—'অ্যামিয়েলস জার্নাল'। পরবর্তীকালে দেখা গেছে এই বইটি নানাভাবে রবীন্দ্রমননে প্রভাব রেখে গেছে।

অন্যান্য পরিচয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ অনালোকিত আরেকটি সত্তা ছিন্নপত্রাবলীতে বারবার ছায় ফেলেছে। সেই পরিচয় জমিদার রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি(পরিচয়, যার সূত্রে শিলাইদহে তাঁর আগমন ঘটেছিল। পরিচিত জমিদারের প্রথাগত মূর্তি'র পরিবর্তে প্রজারঞ্জক দরদী রবীন্দ্রনাথ বারবার আমাদের চোখে ধরা দিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা বা সমবায় নীতির প্রচার সম্ভব হয়েছিল। তাঁর দরদী মনের স্পষ্ট ছবি ধরা পড়েছে কয়েকটি চিঠিতে যেখানে দরিদ্র চাষী প্রজাদের দেখে তাঁর নিষ্ঠুর বিধানের কথা মনে হ'য়েছে। তাদের প্রতি তাঁর মমতার প্রকাশ নানাভাবেই দেখা গেছে। দরিদ্র খানসামার শিশুকন্যার মৃত্যুতে রবীন্দ্রমানসে বেদনার্ত প্রকাশ ছিন্নপত্রের চিঠিতে ধরা পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বহু কৌণিক ব্যক্তি(ত্বের বৈশিষ্ট্য তাঁর নানা রচনায় ধরা পড়েছে। কিন্তু ছিন্নপত্রাবলীতে তা যেন পূর্ণ স্বরূপে এবং অখণ্ডভাবে ধরা রয়েছে। সমগ্র রবীন্দ্র জীবন ও মননের নির্যাস রূপে এই ছিন্নপত্রাবলীকে গ্রহণ করা হয়। আর তখনই চিঠি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্ত(ব্যের আলোতে ছিন্নপত্রাবলীর মূল্য অমূল্য হ'য়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

''পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, কিন্তু সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়।''

বাংলা সাহিত্যের বিগত, সমাগত ও অনাগত সমস্ত পাঠকের কাছে ছিন্নপত্রাবলী সেই মহামূল্য উপহার।

1.2.2 ছিন্নপত্র ঃ প্রকৃতিপ্রীতি ও মর্ত্যপ্রীতি

'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য পত্রগুচ্ছ। স্বাদবৈচিত্র্য, লিপিচাতুর্য, ও সহজ বাকবিন্যাসে গ্রন্থটি অনন্য। পদ্মাতীরে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ দশবছর বসবাসের ইতিহাস আমরা ছিন্নপত্রে একান্ত নিবিড়ভাবে প্রত্য(করি। সেখানে কবি ও নিসর্গ প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ছিন্নপত্র প্রকৃতির অভিনব এক চিত্রশালা। রবীন্দ্রনাথ কলকাতার প্রাত্যহিক জীবনের বাইরে পদ্মাতীরে উন্মুক্ত(প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি হলেন. তখনই প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানব প্রকৃতি তাঁর অনুভবে বিম্বিত হ'ল। এই দেখা সাধারণ লেখার মধ্য দিয়ে এক অভিনব দর্শনের রূপান্তরিত। প্রকৃতিকে কবি দেখলেন বস্তুরূপে উপলব্ধি করলেন বস্তুস্বরূপে।

পদ্মাতীরের গাছপালা, নদীঘাট, প্রভাতসন্ধ্যা, শীত-গ্রীষ্ম বৈচিত্র্যে ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। অলস তপ্ত মধ্যাহ্(, খর রৌদ্রস্নাত উদাস দ্বিপ্রহর, ঝিল্লী মুখরিত সন্ধ্যা, জ্যোস্নাপ্লাবিত রাত্রি, নির্জন নদী যেন শব্দ, বর্ণ ও রূপময় চিত্রে উদ্ভাসিত।

মায়ামত সন্ধ্যার বর্ণনায় দেখি—

''সূর্য ত্র(মে পৃথিবীর শেষ রেখার আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। পৃথিবীর শেষপ্রান্তে গাছপালার একটু ঘেরা দেওয়াল ছিল, ওইখানে যেন সন্ধ্যার বাড়ী।'' আবার কখনো বা প্রদোষের প্রকৃতিকে কবি কল্পনায় মনে হ'য়েছে অস্তমিত সূর্যের রক্তি(ম আভায় যেন কোনো সীমন্তনী। গভীর রাত্রে আলোকিত জ্যোৎস্নায় স্নাত পূর্ণিমা নিশীথিনী কবিকে সৌন্দর্য দর্শনের দী(া দিয়েছে। ধীরে ধীরে প্রকৃতি তত্ত্বরূপে কবি মনে আভাসিত হ'য়ে উঠেছে। তখনই রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে এই মর্ত্যধরণীর সঙ্গে তাঁর জন্মান্তরের সম্পর্ক। এই মর্ত্যভাবনা আসলে বৃহত্তর নিসর্গভাবনারই অন্যরূপ। সমকালে লিখিত 'সোনারতরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতায় ধরা আছে পৃথিবীর সঙ্গে কবির জন্ম জন্মান্তরের বন্ধনসূত্র। 'ছিন্নপত্রে' তাকেই গদ্যভাষায় রূপ দিয়েছেন—

''আমি আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে এই সূর্যালোক পান করেছিলুম, নব শিশুর মতো অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম আমার সমস্ত শিকড় দিয়ে মাটির মাতাকে জড়িয়ে ধরে এর স্তনরস পান করেছিলুম''

'বসুন্ধরা' কবিতায় একেই কাব্যভাষায় বলেছেন—

''আমারে ফিরায়ে লহ আমি বসুন্ধরে

কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে''

—এই মর্ত্যমমতা কবির বি(্বজাগতির ভাবনার পরিণততর পকাশ। তাঁর মনে হয়েছে প্রকৃতির মধ্যে, পৃথিবীর মধ্যে আছে এক বিষণ্ণ মাধুরী। পৃথিবীর সব কিছুকেই ধরে রাখতে চায়, কিন্তু পারে না। এই ধরে

রাখা আর চলে যাওয়ার মানব ইতিহাস যেন প্রকৃতির মধ্যেও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। সোনারতরীর 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় এই মর্ত্যপ্রীতির বিষয় মাধুরীই আভাসিত।

'এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা সবচেয়ে
গভীর ক্র(ন্দন- 'যেতে নাহি দিব', হায়
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।''

প্রকৃতির মধ্যে কবি শোনেন বসুন্ধরার অশ্রুত রোদন,

—''আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার (মতা
আমার নেই, আমি ভালোবাসি কিন্তু
র(া করতে পারিনে(আরম্ভ করি সম্পূর্ণ করতে
পারিনে(জন্ম দিই কিন্তু বাঁচাতে পারিনে''

পদ্মাতীরে প্রকৃতির নিঃসীম উদারতায় রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে এই পৃথিবী যেন বহু সন্তানবতী জননী তার হিরণ্য আঁচলখানি বিছিয়ে নির্জন দ্বিপ্রহরে অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন। এইভাবে বারবার প্রকৃতি ও মর্ত্যমাধুরিমাকে মিশিয়ে তিনি রচনা করেছেন তাঁর প্রকৃতিতন্ময় অনন্য মন্ময় পত্রাবলী 'ছিন্নপত্র'। ধীরে ধীরে প্রকৃতি তার কাছে হ'য়ে উঠেছে এক বিশিষ্ট সত্তা। রোমান্টিক প্রকৃতি চেতনা থেকে রবীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হচ্ছেন 'মিস্টিক' নিসর্গভাবনায়। তখন প্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করেছেন সজীব এক সত্তার অস্তিত্ব, প্রকৃতির মধ্যে শুনতে পেয়েছেন এক সক(ণ বিষণ্ণ বেদনা গাথা।' কবি Wordsworth তাঁর 'Lines wirtten on Tintern Abbey'' কবিতায় এমন ভাবেই প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করেছিলেন ''The still sad music of humanity'' তাঁর কাছেও প্রকৃতিকে মনে হয়েছিল ''A living soul''.

উপনিষদলালিত রবীন্দ্রমনে প্রকৃতির মধ্যে এই সর্বব্যাপী সত্তার অনুভব স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। উপনিষদ বলেছেন ''তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ'' অর্থাৎ তিনি এই বি(্বজগৎ সৃষ্টি করে নিজেই তাতে অনুপ্রবিষ্ট হলেন''

অতীন্দ্রিয় ভাবলোকে। অতি চেনা পদ্মা, চির চেনা নীল আকাশ, জলস্থল সব যেন বাঁধা পড়েছে তার চৈতন্যলোকে যা সত্য বা Real তা-ই ভাব বা Ideal-এর সঙ্গে মিলে মিশে রচনা করেছে অনন্য রূপচিত্র। নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানব প্রকৃতিকেও তিনি বড়ো কাছে পেয়েছেন। এই সময়ই লিখেছেন-

''মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।''

এই পর্বেই শিলাইদহ, পতিসর, সাজাদপুর, পাবনাকে কেন্দ্র করে বিচিত্র শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। এই সব গ্রাম যা কোনো বিখ্যাত লোকের বাসভূমি নয়, সাধারণ গ্রামীন মানুষের আবাস, তা-ই তাঁর মনে প্রভাব রেখে গেছে। ছোট মানুষের ছোট প্রাণের সুখদুঃখের কথা এই পদ্মাতীরে বসেই কবি দেখেছেন, শুনেছেন, লিখেছেন। তাঁর পোস্টমাস্টার, ছুটি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র প্রভৃতি গল্পের সামান্য অথচ অসামান্য চরিত্রগুলি

ছিন্নপত্রের যুগের ফসল। প্রকৃতির মক মানবিক প্রকৃতিও এখানে বিচিত্র লীলায় অভিব্যক্ত(হয়েছে। গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ ছবিও তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে—একটি চিঠিতে তারই বর্ণনা—

''একটা গড়ানে ঘাট, তাতে কেউ বাসন মাজছে, কেউ নাইছে, কেউ কাপড় কাচছে আবার কোনো লজ্জাশীলা রমণী ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে ধরে জমিদারকে নিরী(ণ করছে।'' সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে তাঁর অনভিজ্ঞতার সমালোচনা প্রসঙ্গে কবি মৈত্রেয়ী দেবীকে একবার বলেছিলেন— ''বাংলার গ্রাম আমি জানিনে? বাঙালীর জীবন জানিনে আমি, আর চিত্র আঁকিনি?''

বাস্তবিক রবীন্দ্রভাবনায় প্রকৃতির বিচিত্ররূপ ছিন্নপত্রে প্রকাশিত। গ্রীষ্মের খর রৌদ্র তাপে উদাস দ্বিপ্রহর, বর্ষর নবকৃষ(মেঘ ও অঝোর বর্ষণ শরতের স্নিগ্ধ নীলাকাশের বর্ণিমা, হেমন্তের কুহেলি বিলীর প্রহর, শীতের হিমেল রু(তা, বসন্তের বর্ণিল রঞ্জিমা যেমন তাঁর হৃদয়কে আকুল করেছে তেমনই ভাবেই মানুষের জন্য জেগে উঠেছে তাঁর অনুভবী মন। এজন্যই পল্লীর মানুষের জন সমাজ সংস্কার, কৃষ্নি উন্নয়ন, শি(া প্রসারের কথা তাঁর মনে জেগেছে। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন তারই কর্মরূপ। তাই 'ছিন্নপত্র' কেবল চিত্রশালাই নয়, তাঁর কর্মশালাও বটে। পদ্মা নেয কবির প্রাণ প্রবাহিনী(মানবপ্রকৃতি ও নিসর্গপ্রকৃতি যেন তার দুই তীর। এপারে সীমাবদ্ধ মানবের (ুদ্র জীবন, পরপারে বি(প্রকৃতির বিশাল অসীমতা। এভাবেই 'ছিন্নপত্র' সীমা-অসীম, রূপ-অরূপের দ্বৈতলীলাভূমি, যেখানে ধরা পড়েছে রবীন্দ্রমানসের মর্ত্যমাধুরী ও অমর্ত্য মধুরিমা।

1.2.3 ছিন্নপত্রের মূল্যয়াণ ঃ পত্রসাহিত্য ও কবিজীবনের রসভাষ্য

'ছিন্নপত্র রবীন্দ্রজীবনের অপরূপ রসভাষ্য।' সোনারতরী'র যুগে পদ্মাব(ভাসমান কবি লৌকিক জীবনের সংস্পর্শে এসেছেন। তাই এসময়ই লৌকিক প্রেমের কাব্য 'সোনারতরী' রচিত হয়েছে, রচিত হয়েছে লোকজীবন মথিত 'গল্পগুচ্ছ'(লেখা হয়েছে অনন্য পত্রসম্ভার 'ছিন্নপত্র'। ১৮৮৭ খ্রীঃ থেকে ১৮৯৫ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কালে চিঠিগুলি লিখিত। কিন্তু শতবর্ষ অতিত্র(ান্ত পাঠযোগ্য জনপ্রিয়তায়এটা প্রমাণিত যে মহাকাল এই টুকরো চিঠিগুলিকে হারিয়ে যেতে দেয়নি। তাই আজও রসাবেদনে এগুলি অম্লান। ব্যক্তি(গত পত্রের সীমানা অতিত্র(ম করে এ চিঠি হ'য়ে উঠেছে বি(জনীন পত্রসাহিত্য। কাব্যজিজ্ঞাসার রসনিষ্পত্তির (ে ত্রে আলঙ্কারিকরা জানিয়েছেন লৌকিক বিষয়কে অবলম্বন করে কবি যখন কাব্যরচনা করেন তখন সেটি লৌকিক উপাদান মাত্র। কিন্তু পাঠকের হৃদয়ে তা' আস্বাদযোগ্য হয়ে ওঠে যখন, তখনই রসের সৃষ্টি হয়।

'ছিন্নপত্র' কবির লৌকিক জীবনাশ্রিত সেই অলৌকিক কাব্যরস। তিনি নিজে বলেছেন—

''বি(জগতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার কথা আমার অন্য কোনো লেখায় তেমন যথার্থভাবে নেই, যেমন আমার চিঠির মধ্যে আছে.....আমার পদ্যে গদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি

এরকম করে গাঁথা নেই।'' ছিন্নপত্রের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি(গত অন্তরঙ্গ জীবনচারণাও প্রকাশ পেয়েছে। এই একান্ত ব্যক্তি(গত লৌকিক উপাদানকে ব্যক্তি(গত অনুভূতির আলোকে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু যে মুহূর্তে ইন্দিরাদেবীর হৃদয়ের অনুভব ঘটেছে, তখন সেই ব্যক্তি(গত লৌকিক উপাদান এবং অলৌকিক রসের উজ্জীবন ঘটিয়ে নৈর্ব্যক্তি(ক স্বরূপে বিস্তার লাব করেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের একান্ত ঘরোয়া অন্তরঙ্গ জীবন ও তাঁর একান্ত ব্যক্তি(গত অনুভূতি অবিকৃতভাবে 'ছিন্নপত্রে'র পাতায় উপস্থিত হয়েছে।

তাই ছিন্নপত্রাবলীতে কবি, দার্শনিক, প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রপরিচয়ের সহেগ সঙ্গে ব্যক্তি(রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ও উদঘাটিত। তখন তিনি বি(বন্দিত কবি ন'ন, অধ্যাত্মভাব তন্ময় দার্শনিক ন'ন, বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাবিদ ন'ন, রূপতন্ময় ভাববিভোর প্রকৃতি প্রেমিক ন'ন, তখন কেবলই তিনি জোঁড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথ(বড়দিদি মেজোদিদির স্নেহের রবি, বলেন্দ্রনাথের রবিকা, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের ছোট বউ-এর নিতান্ত ঘরোয়া স্বামী, রথী-বেলি-রানু-মীরা-শমীর স্নেহময় পিতা।

ছিন্নপত্র/পত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে তিনি এই একটি মাত্র গ্রন্থে তাঁর পরিচিতি বহুকোণিক হীরকদীপ্ত মনন মনীষার আলোক বৃত্তে থেকেও প্রায়ই একান্ত ঘরোয়া কাছের মানুষের আপনজন হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন এবং হয়তো পারিবারিক স্নেহ সম্পর্কিত ভাইঝি ইন্দিরাকে লেখা বলেই এই চিঠিগুলিতে সব ছাপিয়ে এক স্নিগ্ধ, ঘরোয়া, কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ধরা দেন। যাঁকে দেখে আমাদের মনে হয়

''হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা
ওগো তপন তোমার দেখিয়ে স্বপন
করিতে পারিনে সেবা''

—সেই বি(মানব অসামান্য ব্যক্তি(স্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে ছিন্নপত্রের ঘরোয়া উচ্চারণে বড় কাছে পাই। এখানেই ছিন্নপত্রের চিঠির অন্তরঙ্গ রূপের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। হয়তো চিঠি বলেই এই কাছে পাওয়াটি এত সহজ হয়ে ওঠে। কারণ রবীন্দ্রনাথই বলেছেন—

''আমরা মানুষকে দেখে কতটা লাভ করি তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে কতটা লাভ করি আবার চিঠিপত্র পেয়ে আর একদিকে থেকে তাকে আর একরকম করে পাই।'' এই পাওয়ারই পূর্ণতা ছিন্নপত্রের মধে প্রত্যাশিত রস সৃষ্টি করেছে। ছিন্নপত্রের ১০ সংখ্যক চিঠিতে শিলাইদহের অর পারে একটা চরের বর্ণনাত্মক লেখায় ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ ছবিটি পাই। সন্ধ্যাবেলা বৃহৎ চরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে সবাই ইচ্ছে মতো বেড়াতে গেছেন। সঙ্গী ভাইপো বলু একদিকে, কবিজায়া সঙ্গিনী সহ অন্যদিকে, স্বয়ং কবি আর একদিকে। কিন্তু ঘনায়মান সন্ধ্যার ছায়াম্লান আকাশে যখন কৃশ চাঁদের মৃদু আলোকপাত ঘটেছে, তখনো কবিপত্নী সঙ্গিনী সহ ফেরেননি দেখে কবির চিন্তা ও উদ্বেগের যে বর্ণনা চিঠিতে আছে, তার মধ্যে কোথাও মনীষী, দার্শনিক, কবি রবীন্দ্রনাথের অস্মিতা প্রকাশ নেই। তিনি লিখেছেন—''অসম্ভব রকমের আশঙ্কা সকল মনে জাগতে লাগলো।''

স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করা, এই পরিচিত তথ্যের বাস্তব রূপটি ব্যাকুল রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে পাঠকের কাছে ধরা পড়ে। মৃণালিনী দেবীর সাড়া না পেয়ে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত(হয়েছে এই ভাষাতে—

কোনও সাড়া পেলুম না, তখন মুখটা চারদিক থেকে দমে গেল। একখানা বড় খোলা ছাতা হঠাৎ বন্ধ করে দিলে যেমন হয়''-এর পরেই তাঁদের সন্ধান পেয়ে কবির আ(শ্বস্ত চিত্তে সকৌতুক মন্তব্য—

''বোট ওপারে গেল, বোট লক্ষ্মী বোটে ফিরলেন''—

ঘরোয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ হৃদয়কে উদঘাটিত করে।

পিতা রবীন্দনাথের সংসার জীবনে ছোটখাটো মধুস্মৃতিভরা একাধিক চিঠি ছিন্নপত্রে আছে, সেখানে স্নেহবৎসল পিতার অনবদ্য ছবি একান্ত ঘরোয়া ভঙ্গিতে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর পুত্রকন্যাদের নানাবিধ কৌতুককর আচরণের বিচিত্র পরিচয় 'ছিন্নপত্রে' বর্ণিত, যা তিনি আর এক বিশেষ স্নেহের পাত্রী বিধির (ইন্দিরা দেবী) কাছে উন্মোচন করেছেন—

''মীরার জন্য আমার কোনো কাজ হবার জো নেই। সেই ছোট ব্যক্তি(টি বিছানার উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আপনার পা দু'খানিকে একবার আকাসে তুলে দিয়ে তারপরে নিজের মুখে পুরে দিয়ে যখন 'বাবা' শব্দে চিৎকার আরম্ভ করে দেন, তখন আমার লেখাপড়া কিংবা কোনো কাজ করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।''

এই অনবদ্য আন্তরিক উচ্চারণে স্নেহমধুর পিতৃহৃদয়ের যে মমতা-মাধুরী ধরা পড়েছে তাতে পাঠকের কাছে বি(শ্ববন্দিত মহাকবি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী রবীন্দ্রনাথের বহিরঙ্গ সব খ্যাতি অতিক্র(ম করে একান্ত অন্তরঙ্গ ছবিটি ধরা পড়ে। এবং 'ছিন্নপত্র' ছাড়া আর কোথাও এমনভাবে তাঁর বহুমুখী সত্তার সহাবস্থানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সাংসারিক রূপটি ধরা পড়েনি।

এই ব্যক্তি(গত অনুভূতিকে কোথাও কবি সুলভ ছন্দ ঝংকার, উপমা-অলংকার বা রূপকের তত্ত্বাবরণে ঢেকে দেওায় হয়নি(একান্ত ব্যক্তি(গত এই উচ্চারণে ঘরোয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি(মনের স্পর্শ লেগে আছে। যে 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথকে জানার জন্য অপরিহার্য, সেখানে এই অন্তরিক ব্যক্তি(মানুষটির পরিচয় উন্মোচন অতি প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ, মনন মনীষা, কবি প্রতিভা, দার্শনিক প্রত্যয় কিংবা অধ্যাত্মচেতনায় আলোকিত সৌরকরোজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি(মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠ পরিচয়ের অভ্রান্ত নিদর্শন তাকে আমাদের একেবারে কাছে এনে দেয়। তখন আমাদের মনে হয় হয়তো বা তাঁর চরণ আমরা ছুঁতে পেরেছি। সেখানে বাস্তব ধরণীর স্পর্শ লেগে আছে। এখানেই তাঁর ব্যক্তি(গত অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশে ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি অনন্য ও দ্বিতীয়রহিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়।

1.2.4 ছিন্নপত্র— রবীন্দ্রসৃষ্টির অঙ্কুর

রবীন্দ্র মানসলোকে ও অন্তর্জীবনের অসামান্য রসভাষ্য 'ছিন্নপত্র'। পত্রাবলীর মধ্যে যে উপলব্ধির গভীরতা ও আন্তরিকতার প্রকাশ তা' সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে তুলনা রহিত। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৮৯৫ পর্যন্ত

দশবছরের সময় 'ছিন্নপত্র' লেখকের কাল। তখন কবি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে পদ্মার ওপর বোটে করে। সেই সঞ্চরমান অবস্থায় যে চিঠি লিখেছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে—তাই 'ছিন্নপত্র' ও 'ছিন্নপত্রাবলী' নামে সংকলিত হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় তাঁর ''পথচলা মনে সেই সকল গ্রামদৃশ্যের নানা নতুন পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগাচ্ছিল, তখনি তখনি তাই প্রতিফলিত হচ্ছিল চিঠিতে।''

মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের সেই ক্ষণচিত্র চিঠির ভাষায় রূপচিত্র হ'য়ে ধরা পড়েছে। সেইসঙ্গে নিসর্গ প্রকৃতি, মর্ত্যমাধুরী, জীবনরহস্য, গভীর দার্শনিকতা ও জীবনবোধ ছিন্নপত্রের লিপির মধ্যে লীন হয়ে ধার পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনুবিশ্ব হিসেবে ছিন্নপত্রের বিশিষ্ট স্থান সাহিত্যে নির্দেশিত। তাই রবীন্দ্র পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে 'ছিন্নপত্র' অনন্য ও দ্বিতীয়রহিত। 'ছিন্নপত্র' লেখার কালেই রচিত হয়েছে 'সোনারতরী'র কবিতাগুচ্ছ ও গল্পগুচ্ছের অসামান্য ছোটগল্পাবলী। অনেক সময়ই তাই 'ছিন্নপত্র' হয়ে উঠেছে কবিতার রসভাষ্য ও ছোটগল্পের আকর। এজন্যই ছিন্নপত্রের অনেক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা ছোটগল্প বীজাকারে লুকানো আছে। 'সোনার তরী'র সূচনায় কবি লিখেছেন—

''মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার
মনকে জাগিয়ে রেখেছিল''

ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়ানো চলমান গ্রামীণ ছবি দেখার মধ্য থেকে অনেক চরিত্র উঠে এসেছে চিঠির পাতায়, তারপর মনের মুকুর থেকে সাহিত্য দর্পণে। এভাবেই বহু কবিতা ও ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে ছিন্নপত্রের যুগে, লেখা হয়ে আছে চিঠির পাতায়।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' তাঁর প্রথম রচিত ছোটগল্প যুগল। ছিন্নপত্র লেখা শুরু ১৮৮৫ থেকে। হিতবাদী ও সাধনা পত্রিকার তাগিদে গল্প লেখার শুরুও সেই সময় থেকে। পোস্টমাস্টার, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, একরাত্রি, ছুটি, সুভা, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, নিশীথে, অতিথিক্ত প্রভৃতি গল্পগুলির আবছা আভাস কখনো বা স্পষ্ট স্কেচ 'ছিন্নপত্রের' চিঠিতে আঁকা আছে। বহু গলেপ্র ভাববীজ এভাবেই ছড়িয়ে আছে ছিন্নপত্রের চিঠির পাতায়। তেমনভাবেই রবীন্দ্রনা কবিতার অস্পষ্ট বা স্পষ্ট আভাস বা ছায়াও পড়েছে এই ছিন্ন পত্রেই। অনেক দৃশ্য বাঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে কবিতার ক্ষণপ্রতিমা।

৯২ সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ''এক এক সময় মনে হয় আমি ছোট ছোট গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে। লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।''

—এ জন্যই এ যুগে অনন্য ছোটগল্পের সৃষ্টি, যার সম্বন্ধে অন্যত্র নিজেই বলেছেন—

''সাদাজপুরে যখন আসতুম চোখে পড়তো গ্রাম্য জীবনের চিত্র, পল্লীর বিচিত্র কর্মোদ্যম তারই প্রকাশ 'পোস্টমাস্টার' সমাপ্তি, ছুটি প্রভৃতি গল্পে।''

২১ সংখ্যক চিঠিতে সাদাজপুরের পোস্টমাস্টারের উল্লেখ পাই। কুঠিবাড়ীর একতলাতেই পোস্ট অফিস। তার পোস্টমাস্টার প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে আসেন এবং তার গল্প শুনতে কবির বেশ লাগে। এই পোস্টমাস্টারই যে তাঁর 'পোস্টমাস্টার' গল্পের প্রধান চরিত্র তা ৫৯ সংখ্যক পত্রে জানাচ্ছেন—

''এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট অফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনই আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম। এবং সে গল্পটি যখন 'হিতবাদী'তে বেরোল তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন।''

রবীন্দ্র গবেষকরাত 'মহেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়' নামে এই পোস্টমাস্টারকে চিহ্নিত করেছেন। আর বালিকা রতনের চরিত্র সম্পূর্ণ চোখে দেখা না হলেও সম্ভবত বাস্তব ছিল। পল্লীবাংলার সরল অনাথা কোনো বালিকাকে দেখে কবি একে কল্পনা করেছিলেন মনে হয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প ছুটি। ডাঙার উপর মস্ত নৌকোর পড়ে থাকা মাস্তুল ঘিরে গ্রামের ছেলেদের খেলার যে ছবি ২০ নং পত্রে দেখি, তাই-ই পরে 'ছুটি' গল্পে 'প্রকান্ড এক কাঠের গুড়ি' ঠেলার মধ্যে রূপ লাভ করেছে। এই দলের একটি ছেলেই যে 'ছুটির ফটিক তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র বলেছেন—

"The Character of the boy in my story "Chhuti", was suggested by a boy in a village. I then imagined what would happen to this boy if he were taken to Calcutta for his education and made to live in an unsympathetic atmosphere of a family with his aunt. That was the background."

এ গল্পের 'ফটিক' যে রবীন্দ্রনাথের দেখা দ্বারিকপুরের চক্রবর্তীদের ছেলে হারানচন্দ্র-একথাও রবীন্দ্রগবেষকরা নির্দেশ করেছেন। এভাবেই বাস্তব চরিত্রের ভিত্তিতে গল্পগুচ্ছের বহু চরিত্র গড়ে উঠেছে।

'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সমাপ্তি' গল্পটি যে বীজাকারে সুপ্ত ছিল পত্রসংখ্যা ৩০-এর মধ্যে তা অনুসন্ধানী পাঠকমাত্রই বুঝতে পারবেন। সাজাদপুরের ঘাটে লেগে থাকা নৌকোর ধারে অনেকের ভীড়ে একটি মেয়েকে কবি বিশেষ ভাবে মনে রেখেছেন।

''মুখকানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে।'' পাশাপাশি মনে পড়বে 'সমাপ্তি' গল্পের মৃণ্ময়ীকে যে 'দেখিতে শ্যামবর্ণ, ছোট কোঁকড়া চুল, ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব।''

সাজাদপুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা এই মেয়েটিই কবির মনোলোকে বাসা বেঁধেছিল। মাটির কাছাকাছি প্রকৃতি লালিতা এই কিশোরী তাই মৃণ্ময়ী নামেই সার্থক অভিধা খুঁজে পেয়েছে।

'মেঘ ও রৌদ্রে'র গিরিবালা স্বনামে সোজাসুজি দেখা দিয়েছে কবির চিঠিতে (পত্র সংখ্যা ১০৬)

'আজ সকাল বেলায় গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনা রাজ্যে বতারয়ণ করা গেছে।'' এই গিরিবালাই কয়েকমাস পরে রচিত 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের কিশোরী নায়িকা যার জীবনের মেঘ ও রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরি গল্পের মধ্যে জীবন রহস্য গ্রথিত হয়ে আছে। এই গল্পের ভাষা ও সংশ্লিষ্ট চিঠির ভাষাও প্রায় অভিন্ন।

এছাড়া অতিথি, একরাত্রি, নিশীথে, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি গল্পগুলির বীজও অস্পষ্টভাবে ছিন্নপত্রর অনুভবে ধরা পড়েছে।

১১৯ নং চিঠিতে লিখেছেন যে এমন সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপুরবেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে বলে তাঁর মনে হয়। এই নির্জন দুপুরেই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশ, ঐশ্বর্যময় ভয়ভীষণ প্রাসাদ, মানুষের হাসিকান্না আশা আকাঙ্খা নিয়ে গল্প লেখার উপযুক্ত কাল।

''আমার এই সাজাদপুরের দুপুর বেলা গল্পের দুপুর বেলা''।

—রবীন্দ্রনাথের নিজের এই কথার ালোকই স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়ে ছিন্নপত্রের মধ্যে তাঁর অসামান্য ছোটগল্প রচনার কথা।

শুধু গল্পই নয়— তাঁর কয়েকটি কবিতাও এই ছিন্নপত্রের চিঠির টুকুরোতে যেন বন্দী হয়ে আছে। তার মধ্যে ব্যক্তিগত ঘটনার ছায়াপাত যেমন ঘটেছে, তেমনই আছে কবিমনের অন্তর্লীন অনুভব ও তাত্ত্বিকতা। ১৪৮ নং চিঠিতে সাজাদপুরের এক খানসামার উল্লেখ দেখি যার কন্যার মৃত্যুর কথা কবি লিখেছেন। খানসামাটি একদিন কিছু দেরী করে আসায় রবীন্দ্রনাথ তার উপর রাগ করাতে সে অবরুদ্ধ কণ্ঠে জানায় যে আগের দিন রাত্রে তার ছোট মেয়েটি মারা গেছে। এরপর সে ঝাড়ন কাঁধে নিত্যকর্মে ব্যাপৃত হল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন যে কাজের খাতিরে ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে দূরে রেখে যথোচিত কর্তব্য করে যেতে হয়।

এই ঘটনার প্রতিচ্ছায়া নিয়ে কবি পরে 'চৈতালি' কাব্যের 'কর্ম' কবিতাটি লেখেন।

আবার পত্র সংখ্যা ৮৮-তে শিলাইদহ থেকে লেখা চিঠিতে চরের ওপর নদীর জল, নৌকো-বোঝাই ধান কেটে চাষীদের আনাগোনার উল্লেখ পাইক্ত যা অভ্রান্ত মনে পড়ায় সোনারতরী কবিতাকে

''রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হ'ল সারা
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা''

আবার ১০৮ সংখ্যক চিঠিতে পাবনা শহরের খেয়াঘাটের মিশ্র কলরবের মধ্য থেকে অনন্ত মানবপ্রবাহের ধারা অনুভব করে উল্লেখ করেছেন তাঁর শৈশব সঙ্গীত' কবিতার কথা।

তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'যেতে নাহি দিব'-র মর্ত্যমাধুরী ও বন্ধনের কথা মনে পড়ে যায় ছিন্নপত্রের ৬৪ নং চিঠি পড়লে, যেখানে পৃথিবীকে মমতাময়ী জননীর সঙ্গে তুলনা করে তার স্নেহাসক্তির বেদনামাধুরীকে বর্ণনা করেছেন। আবার ৬৭ নং চিঠিতে পৃথিবীকে অনেকদিনের ভালোবাসার লোকের মতো চিরনতুন বলে বর্ণনা করে লিখেছেন এর সঙ্গে তাঁর জন্মান্তরব্যাপী সম্পর্ক আছে। পাঠকের মনে পড়ে যায় তাঁ 'সোনারতরী'র 'বসুন্ধরা' কবিতার কথা—

''আমার পৃথিবী তুমি বহু বরষের''

এভাবেই ছিন্নপত্রের বিভিন্ন পত্রে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টিসম্ভারকে অঙ্কুরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই সময় কবি গল্পগুচ্ছের গল্প এবং 'সোনারতরী' কবিতা লিখে চলেছিলেন; সমান্তরালভাবে লিখিত হচ্ছিল

ইন্দিরাদেবীর কাছে ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি। বিবিধ রচনার ভাবসাযুজ্য এক বলেই তিনে মিলে রবীন্দ্র মনোলোকের পরিপূর্ণ ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ, ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ও পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ স্বরূপে ছিন্নপত্রাবলীতে ধরা পড়েন। এখানেই এর অনন্যতা।

1.2.5 ছিন্নপত্রাবলীতে প্রকাশিত সৌন্দর্যচেতনা

সৌন্দর্যব্যাকুলতা রোম্যান্টিক কবিমানসের বিসেষ ল(ণ। শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাই বিশিষ্ট সৌন্দর্যদর্শন ও নান্দনিকতার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে।

তাঁর কাব্য সাধনার স্তরে স্তরে সৌন্দর্য চেতনা অভিব্যক্ত(। মানসীতে যে সৌন্দর্যবিলাসের দেখা মেলে, সোনারতরীতে বি(েসৌন্দর্য রহস্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং চিত্রায় তা এক সৌন্দর্য তত্ত্বে পরিণতি লাভ করে। বস্তু নিরপে(সৌন্দর্যসত্তাই 'চিত্রা'য় আভাসিত। বর্হিজগতে যে সৌন্দর্য বিচিত্র বহুধা বিস্তৃত, চঞ্চল—কবির অন্তরে সে-ই অদ্বিতীয়, অখণ্ড, স্থির।

'সোনারতরী' পর্বে শিলাইদহে ছিননপত্রর চিঠিগুলি লেখা শু(হয়েছিল। প্রকৃতপ(ছিন্নপত্রাবলীর প্রথম পত্র লেখা হয়েছিল ১৮৮৫ সালে এবং শেষ পত্র লেখা হয় ১৮৯৫ সালে। 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬) এবং 'চিত্রা' ১৮৯৬ সালে রচিত। সুতরাং এই পুরোপর্বে ছিন্নপত্রাবলী লিখিত।

রবীন্দ্রজীবনে ও সাহিত্যে ছিন্নপত্রাবলীর তাৎপর্য অসামান্য। এর চিঠিগুলির মধ্যে কবি, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, প্রকৃতিপ্রেমিক, জমিদার, ঘরোয়া, অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি সৌন্দর্যতাত্ত্বিক ও সৌন্দর্য মিস্টিক রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই।

প্রকৃতির উন্মুক্ত(উদারতায় যেন অসীমের মধ্যে অবগাহন করলেন। পার্থিব সৌন্দর্যের বস্তুরূপের থেকে অপার্থিব বস্তুরূপের সন্ধানে ব্রতী হলেন। প্রধানত প্রকৃতির বিচিত্রলীলারসে নিমগ্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথ অনন্ত সৌন্দর্যসুধা পান করেছেন পদ্মাবাহিত এই পর্বে।

'ছিন্নপত্রাবলী'র এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ''আমি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্খা প্রবল।''

পদ্মাবাসের এই পর্বে কবির মনোলোকে যেমন ঘটেছে মানুষের প্রতি ভালোবাসার সম্পর্ক তেমনই জেগেছে সৌন্দর্যতৃষ(া। এই সৌন্দর্য জাগতিক, পার্থিব-কিন্তু তার থেকেই অপার্থিব অসীমতায় তার মুক্তি(ঘটেছে।

রোম্যান্টিক কবি মানস সৌন্দর্যপিয়াসী। যা কিছু সত্য তা-ই তাঁর কাছে সুন্দর। এই সত্য প্রকৃতিজ বাস্তব আর প্রকৃতিজ বলেই তা' সত্য ও সুন্দর। ইংরেজ কবি বলেছেন "Beauty is Truth"। রবীন্দ্রনাথও সত্যজাত মঙ্গলসত্তাকেই অখণ্ড সৌন্দর্যসত্তা বলেছেন।

বি(েপ্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য তা রবীন্দ্রনাথ দুচোখ দিয়ে এবং হৃদয়ভরে অনুভব করেছেন পদ্মার

উপর বোটে সঞ্চয়মান কবি প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ণিমা ও মহিমাকে উপলব্ধি করেছেন। দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ নির্জনতায় শুনেছেন নৈঃশব্দের গান। কখনো বা নিবিড় নীরব নিশীথিনীতে ভেসে গেছেন অবারিত জ্যোৎস্নালোকে। প্রকৃতির বর্ণবহুল সৌন্দর্য কবিচিত্তে এসেছে অনির্বচনীয় আনন্দ।

রোম্যান্টিকতার ল(ণ সাধারণ অসাধারণত্ব আবিষ্কার, চেনা বস্তুতে অচেনা মাধুরী অনুসন্ধান, সীমার মাঝে অসীমের উপলব্ধি। এই আনন্দ বিস্ময় রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবদান। কবি তাঁর গানে উচ্চারণ করেন—

''ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি
বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে
উঠেছে প্রাণ মেতে।
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ''।

—এই বিস্ময়রস ছিন্নপত্রের সৌন্দর্যদর্শনে অন্বিত। একটি পত্রে লিখেছেন পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে মানুষের যে আত্মীয়তা তা' নির্জনে প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করতে হয়। তখনই সৌন্দর্যের অপার রহস্য তার মধ্যে ধরা পড়ে।

ছিন্নপত্রাবলীর কয়েকটি পত্রে জ্যোৎস্নারাতের বর্ণনা আছে। এই নিবিড় পূর্ণিমা তিথি কবিকে নিয়ে চলে রোম্যান্সের জগতে, সৌন্দর্যের অনন্ত লীলাভূমিতে। সমকালে লিখিত 'চিত্রা' কাব্যের 'পূর্ণিমা' কবিতায় সেই রহস্যের আভাস। কবি বলেছেন সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলায় যখন একাকী বই পড়ায় তিনি নিমগ্ন, তখন জানতেই পারেননি আলোকিত জ্যোৎস্নারাত্রির অনবদ্য রূপ। আলো নেবানো মাত্রই পূর্ণিমা রজনী তাঁর মনোলোকে আলো জ্বালালো।

— ''হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা
অনন্তের অনন্তশায়িনী, নাহি সীমা
তব রহস্যের।
আমি গৃহকোণে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে
তোমারি সন্ধানে।
কী জানি কেমন করে লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি (ণিক (ুদ্র দীপের আড়ালে
হে বি(ব্যাপিনী লক্ষ্মী''

এই কবিতা রচনার কয়েকদিন পরে লেখা চিঠিতে পাই— এক সন্ধ্যায় কবিতা, সৌন্দর্য আর্ট নিয়ে সমালোচনার এক গ্রন্থপাঠে তিনি নিমগ্ন ছিলেন। রাত্রি অনেক হওয়াতে বাতি নিবিয়ে 'দেয়ামাত্রেই হঠাৎ

চারিদিকের সমস্ত খোলা জানালা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে ভেঙে পড়লো।' ''বি(্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম আনন্দচ্ছটা'' যেন কবির উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে। এমনই সৌন্দর্যসুধারস পানেই লেখা হয়—

''নীরব রজনী দেখা মগ্ন জোছনায়''

—আলোকিত জ্যোৎস্নার মোহময়ী রূপের সুধাপানই কেবল তিনি করেন না, মর্ত্যধুলির তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুতেও সন্ধান করেছেন সৌন্দর্যের। ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রক্তি(ম বর্ণিলতায় যে সৌন্দর্য, তাকে কবি ''জগৎসংসারের আশ্চর্য মহৎ ঘটনা'' বলে বর্ণনা করেছেন। (পত্র সংখ্যা ১০)

আবার কখনো পত্রে (১৪ নং) গোধূলির অসাধারণ ছবি এঁকেছেন।

''মনে হল ঐখানে যেন সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখানে গিয়ে সে আপনারা রাঙা আঁচলটি শিথিলভাবে এলিয়ে দেয়(আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন করে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিন্দুঁর পরে বধূর মতো কার প্রতী(ায় বসে থাকে।''

আসন্ন সন্ধ্যার এই বধূমূর্তি কল্পনায় সৃষ্টি হয়েছে অনন্য রূপলোক। প্রকৃতির সাধারণ দৃশ্যের মধ্যে কবি প্রত্য(করেছেন অসাধারণ সৌন্দর্য। তাঁর Beauty mystic রূপের অনন্য প্রকাশ এভাবে বারবার ছিন্নপত্রে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর কথা দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলার অনন্য ছবি এঁকে চলেছেন।

আর একটি চিঠিতে (৫২ নং) পাই—

''রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগবধূদের
ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক একটি মানিকের মতো
সমুদ্রের জল খসে পড়ে যাচ্ছে.....অনন্ত দিনরাত্রির
মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া
পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখেনি।''

আসলে প্রকৃতির উন্মুক্ত(উদার বি(্বলীলা প্রাঙ্গনের প্রত্য(দর্শনে কবিচিত্তে আনন্দরসে ভরে উঠেছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য সেই আনন্দরসে মিলেছিল। ''এই যে পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে আছে, ওকে আমি ভালোবাসি।'' আবার কখনো বা পদ্মার জলধারার মধ্যে খুঁজে পান নিত্যনবায়মানতা সীমাবদ্ধ দৃষ্টি যখন প্রকৃতির অসীমতায় মুক্তি(পায়। তখনই আনন্দ রসের জন্ম। শিলাইদহ-সাজাদপুরে এসে বি(্বপ্রকৃতিকে দেখে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সৌন্দর্যচেতনা বিকশিত হয়েছিল। সে সৌন্দর্য সীমার বাঁধন ছেড়ে অসীমে পরিবাপ্ত— যাকে কবি বলেছেন ''আধ্যাত্মিকজাতীয় উদাসীন গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী''। কোনো জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় যা গ্রন্থ পাঠের মধ্যে দিয়ে নয়, প্রকৃতির পাঠশালাতে রবিজীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। লৌকিক সৌন্দর্যের কাব্য 'চিত্রা'র পূর্ণিমা কবিতাতে সেই সৌন্দর্যরহস্যের কথাই প্রকাশিত। কবির সৌন্দর্য ভাবনার আদি উৎস হিসেবে ছিন্নপত্রাবলীর এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যকে 'বি(্বব্যাপী সত্য' বলে মনে করতেন। তাই সীমাবদ্ধ সৌন্দর্যরূপকে নয়, তিনি দেখতে চেয়েছেন তার অনন্ত গভীরতা। এই সৌন্দর্য নিসর্গলোকে নিসর্গ প্রতিমায়। সৌন্দর্যসত্তার অন্বেষণে

কবির চিরযাত্রা। রূপ অরূপে মেশামেশি সৌন্দর্যভাবনা ছিন্নপত্রে পাই। বহিপ্রর্কতির সৌন্দর্যকে অন্তরালোকে অনুভব করে ছিন্নপত্রের কবি তাকে সঞ্চারিত করেছেন চেতনার অন্তর্লোকে। কবির অন্তজীবন ছিন্নপত্রে ধরা পড়েছে তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্বও এরই চিঠিতে ধরে রাখা আছে।

1.2.6 অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রসাহিত্য ধারায় ছিন্নপত্রের ভূমিকা আলোচনা ক(ন।
২। 'ছিন্নপত্রে' প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমীর পরিচয় দিন।
৩। রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যমমতা কিভাবে 'ছিন্নপত্রে' প্রকাশ পেয়েছে।
৪। 'ছিন্নপত্র' অবলম্বনে রবীন্দ্রমানসের সৌন্দর্য ভাবনার পরিচয় দিন।
৫। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটগল্প ও কবিতা ছিন্নপত্রের চিঠিতে বীজাকারে সুপ্ত ছিল—আলোচনা ক(ন।

1.2.7 গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা— ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
২। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ—
৩। রবীন্দ্রকাব্যে নিসর্গ প্রকৃতি— ডঃ নন্দদুলাল বণিক
৪। ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ— হীরেন চট্টোপাধ্যায়